মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৩৩ | বর্ষঃ তৃতীয় | সেপ্টেম্বর ২০০৭

চট্টগ্রামে বিয়ার, হুইস্কি ও ফেন্সিডিলসহ ৮ জন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের উত্তর আগ্রাবাদস্থ মৌলভীপাড়ায় অভিযান চালিয়ে পরিবহনকালে ৪০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ ১ টি মাইক্রোবাস আটক করে। এসময় খোকন মিয়া (৩৭), জোয়না বেগম (৩২), ছাদেক (৩৩), তাজুল ইসলাম (২৭) এবং জাকির (৩৫) নামে ৫ (পাঁচ) জনকে গ্রেফতার করে। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ফেন্সিডিল সরবরাহ এবং বিক্রয় করে আসছে বলে তদন্তকালে জানা যায়। একই তারিখে অধিদপ্তরের সদস্যরা চট্টগ্রামের মুরাদপুর থেকে সিএনজিতে পরিবহনকালে ৪৫ লিটার চোলাইমদসহ আবুল কালাম (২৮) নামে একজনকে গ্রেফতার করে। চোলাইমদ বহনকাজে ব্যবহৃত সিএনজিটিও ঘটনার সময় আটক করা হয়। তাছাড়া চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গত ২৭ আগস্ট ২০০৭ তারিখে চট্টগ্রামের পশ্চিম নাছিরাবাদ কলোনী থেকে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ আব্দুল্লাহ আল মামুন (৩০) কে এবং কোতয়ালী থেকে ৯ লিটার চোলাইমদসহ রাশেদ (২৭) কে গ্রেফতার করে। একই তারিখে অধিদপ্তরের সদস্যরা ডায়মন্ড পাওয়ার মিলের সামনে থেকে ৬ লিটার চোলাইমদ, ১২৮ নং জামালখান থেকে ৪৩২ ক্যান বিয়ার ও ২৮৮ বোতল হুইস্কি উদ্ধার করলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ আগস্ট/০৭ মাসে মোট ৪০৪ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। আগস্ট/০৭ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং কর্মসূচী- ১৩ টি।
২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ৪ টি।
৩. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৩২৪ টি।
৪. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৪২ টি।
৫. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ৫ টি।
৬. সেমিনার/ওয়ার্কশপ- ১২ টি।
৭. অন্যান্য কর্মসূচী- ৪ টি।

ঢাকার হাজারীবাগ ও সূত্রাপুর থেকে চোলাইমদ ও গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানী ঢাকার হাজারীবাগ থানাধীন গণকটুলী সিটি সুইপার কলোনীর বেইলখানা গেইটে অভিযান চালিয়ে শাজাহান রবিদাস ওরফে শাজন (৪৫), পিতা- মৃত বাহাদুর রবিদাস এর বসতঘর থেকে ১৫ লিটার চোলাইমদ ও চোলাইমদ তৈরীর কাজে ব্যবহৃত ১৫০ লিটার জাওয়া এবং রণজিৎ চন্দ্র রবিদাস (৩২), পিতা- মৃত সূর্য কান্ত রবিদাস এর ঘর থেকে ১০ লিটার চোলাইমদ এবং ১৫০ লিটার জাওয়া উদ্ধার করে। তাছাড়া ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের সদস্যরা গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে সূত্রাপুরের ৩১/সি, স্বামীবাগ থেকে ৩ কেজি গাঁজাসহ মোঃ কোরবান আলী (৭০) এবং মোঃ আঃ সামাদ (৫৮) কে গ্রেফতার করে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

আগস্ট/০৭ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৩৯০ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১৭৬ জন এবং বহিঃ বিভাগে ২১৪ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। আগস্ট/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৫৭	১১১	১৬৮	৮৪	৮৪
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৩	৪	৭	৭	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১	১৭	১৮	১৬	২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৬১	৬৭	১২৮	২২	১০৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৫৪	১৫	৬৯	১৫	৫৪
মোট	১৭৬	২১৪	৩৯০	১৪৪	২৪৬

সম্পাদকের কথা

মাদকমুক্ত সমাজঃ ইসলামের স্পষ্ট দিক নির্দেশনা

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ মাদকদ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত। আল-কোরআনেও সমসাময়িক আরব সমাজে মাদকগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। মাদক গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্যই ইসলামে সকল প্রকার মাদকদ্রব্যকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আল-কোরআনে বলা হয়েছে, "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদের বলে দিন উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ! যদিও ইহাতে মানুষের উপকারিতাও রয়েছে তবে এর পাপ উপকারিতা হতে অনেক বেশী।" (সুরা আল-বাকারা, আয়াত-২১৯)। মদ ও জুয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ ইহাই সর্ব প্রথম আয়াত। এই আয়াতে মদ ও জুয়ার দোষ প্রকাশ করা এবং উহা পছন্দনীয় নহে এই ভাবটাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অতঃপর উহাকে সম্পূর্ন নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করে যে, নির্দেশ আসবে তা গ্রহণ করার জন্য মানুষ যেন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। সুরা আল-বাকারার এই আয়াতে শুধু এইটুকু ধারণা দেয়া হল যে, মদ অত্যন্ত খারাপ জিনিস এবং মানুষের তা পান করা আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন না। এই আদেশের ফলে তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক মদ্যপান পরিত্যাগ করেছিলেন কিন্তু কিছু লোক তখনও পর্যন্ত মদ্যপানে লিপ্ত ছিল। এমনকি অনেক সময় কেউ কেউ মাতাল অবস্থায় নামাজ আদায় করতে জামাতে দাঁড়িয়ে যেত। ফলে নামাজের মধ্যে তাদের ভুল হতে লাগল। এইরূপ পরিস্থিতিতে মাদক সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হলো। আল্লাহ পাক বলেন," হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন মাতাল অবস্থায় থাক, তখন নামাযের কাছেও যাইওনা। আল্লাহ নিঃসন্দেহে নম্রতা অবলম্বনকারী ও অতীব ক্ষমাশীল।" (সুরা নিসা, আয়াত ৪৩)। তবে এই আয়াতের আরো তাৎপর্য রয়েছে। এই আয়াতে 'সুকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ নেশা অর্থাৎ শুধু মদই নয় বরং সকলপ্রকার নেশা দ্রব্যই এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে এই নিষেধাজ্ঞার পর মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিরা নামাজের সময় ব্যতিরেকে নেশা চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে মদকে নিষিদ্ধ করে চূড়ান্ত ঘোষণা আসে সুরা মায়িদায়। মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে মুমিনগণ! এই যে, মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শর সমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কর্ম বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায় মদ জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের কে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?" (সুরা আল মায়িদাহ, আয়াত-৯০-৯১)। ফলে আমরা দেখতে পেলাম প্রথমে মদ ও জুয়ার দোষ প্রকাশ করা এবং উহা পছন্দনীয় নহে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় নির্দেশে মদ (যেকোন নেশা গ্রহণ) পান করে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত মদ, জুয়া ও এই ধরণের যাবতীয় নেশাকর জিনিসকেই চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক আগস্ট/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৯৫	৯৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৬	৫৫
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৩	৩৮
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৮	১৮
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৯	৮
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪২	৪৪
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	১৩
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৯	৩২
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	২৩
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২০	২২
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৯
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	১	-
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	৩
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৩	২৭
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩০	৩৭
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১২	১২
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৪	৪
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৫
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭০	৯০
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৩	১২
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৮	২১
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৯	৪৩
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২৮	৩৪
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	১৬
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৯
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	৯
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৫	৭
	সর্বমোটঃ	৬২৫	৬৯৫

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে আগস্ট/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৭ হতে আগস্ট/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	আগস্ট/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১৫৩.২০৫ মেঃ টন	৮১.৬০৫ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৯৩.৬০ মেঃ টন	৫৫.২০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	২৬.৪০ মেঃ টন	২৬.৪০ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	১৮.৫ মেঃ টন	১৮.৫০ মেঃ টন

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

আগস্ট/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। আগস্ট/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬২৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৯৫ জন। জুলাই/০৭ মাসের তুলনায় আগস্ট/০৭ মাসে মামলার সংখ্যা বেড়েছে ১৭ টি এবং আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ২ জন। অধিদপ্তরের আগস্ট/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১০৫	১৩৯	০.৮৩৮ কেজি
গাঁজা	২৩৮	২৪৯	১৮৩.১৩৯ কেজি
গাঁজা গাছ	৪	৩	১০০ টি
অবৈধ গাঁজা সিগারেট			৩০০০ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৫১	১৬৩	৩১৯৫.৫ লিটার
বিদেশী মদ (লুজ)	১		২ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	১৮	১২	৪৮৩ বোতল
বিয়ার	১		৪৮৮ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৫	৫	৩৩৮.৫ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৯	১১	২৯৯ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৭১	৮৮	১৪৩৪ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)			০.৫ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৬	৬	২৮০ লিটার
পেথিডিন	১	২	৭ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	১২	১৩	৭১৫ এ্যাম্পুল
জাওয়া			৯৪৪৮ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	৩০ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	২	৩	৪০৭ টি
নগদ অর্থ			৭৫৫৬০ টাকা
মোবাইল সেট			১৮ টি
কভার্ড ভ্যান			১ টি
মোটর সাইকেল			২ টি
মোট	৬২৫	৬৯৫	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের আগস্ট মাসের সাথে ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	আগস্ট/০৬	আগস্ট/০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৫২,৮৪,৪৫৩	৫৭,৮০,৪৫৯
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৬৯,৩০,৭১৪	৭৫,৮৪,৫৩৬
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৮৬,০৭,০৯৮	২,৩১,৯৬,৭৫৪
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩৯,৪৫,১৯৯	৪৫,১৯,৫৫৭
	মোট	৩,৪৭,৬৭,৪৬৪	৪,১০,৮১,৩০৬

আইন-আদালত

আগস্ট/০৭ মাসে মোট ২৫৭ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৪৬ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১১১ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৬১ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১২৩ জন। আগস্ট/০৭ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৫৩৮৭ টি। উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	আগস্ট/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬৩	৭১	৪৬১৯
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৭	৬	৩৩৫৮
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩	৪	২৩৪৭
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৯	৯	৬০২
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫৭০
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	২	২	৪৭২
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	১৫	১৯	২৯৩১
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৯৩০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৫৯১
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	-	-	১৮৪৯
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১	১	৫৫৬
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬৮
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১২
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৬৩
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৪৯২
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	২	২	২৩৭৮
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৮	৮	৮৯৩
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৩	৩	১১৯৫
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	২	২	৬৪৪
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১০৯
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১	১	২৬৫
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৩	৭৮
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭	৮	৩৮৪০
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪	৪	১৪৮৮
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	১৩২৩
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৭	৮	১৯৪২
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৪	৫	১৩৭৯
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	২৯৩
	সর্বমোটঃ	১৪৬	১৬১	৩৫৩৮৭

ফরিদপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৩ জনের যাবজ্জীবন

অতিরিক্ত দায়রা জজ ১ম আদালত, ফরিদপুর গত ১১ জুলাই ২০০৭ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের সদর সার্কেল কর্তৃক ২১ অক্টোবর ২০০৪ তারিখে দায়েরকৃত মামলায় মোঃ শওকত আলী নান্টু, পিতা-মৃত সেকান্দর আলী মন্ডল, সাং-কালুখালী, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-ঝিনাইদহ কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। ঘটনার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের ফরিদপুর সদর সার্কেলের সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামীর কাছ থেকে ৯ (নয়) লিটার তরল কোডিন মিশ্রিত ফেন্সিডিল উদ্ধার করে। একই আদালত গত ২৩ জুলাই ২০০৭ তারিখে ফরিদপুর সদর সার্কেল কর্তৃক ১৪ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে দায়েরকৃত মামলায় মালা বেগম, স্বামী-বাবুল সিকদার, সাং-বড় আছড়া, থানা-বেনাপোল বন্দর, জেলা-যশোর কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৫০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। ঘটনার সময় মালা বেগমের্ কাছ থেকে ৯১ (একানব্বই) বোতল কোডিন মিশ্রিত ফেন্সিডিল সিরাপ উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালত, ফরিদপুর গত ৩০ জুলাই ২০০৭ তারিখে ফরিদপুর সদর সার্কেল কর্তৃক ৭ জুলাই ২০০৪ দায়েরকৃত মামলায় মোঃ খানজাহান আলী, পিতা- মোঃ শামছুল হক মোল্লা, সাং-কাঞ্চন নগর, থানা ও জেলা- ঝিনাইদহ কে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। ঘটনার সময় মোঃ খানজাহান আলীর কাছ থেকে ৩০০ (তিন শত) বোতল কোডিন মিশ্রিত ফেন্সিডিল এবং একটি মোবাইল সেট উদ্ধার করে।

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাংগামাটি উপ-অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ আবুল খায়ের ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন এবং কুমিল্লা উপ-অঞ্চলের সিপাই জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ১ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)- এ গমন করবেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ১ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর ক্যামিকেলস এর রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। আগস্ট/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৭৪	৬৭৪	-	৬৭৪	-
পুলিশ	৬১৫	৬১৫	-	৬১৫	-
বিডিআর	৪	৩	১	৪	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১২৯৩	১২৯২	১	১২৯৩	-

Oral Drug Substitution কার্যক্রম বিষয়ক Study Tour

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)- Regional Office for South Asia (ROSA)এর **RAS/H-13 ''Prevention of Transmission of HIV among Drug Users in SAARC Countries''** শীর্ষক প্রকল্পের **Phase I** এর সফল সমাপ্তির পর **Phase II** এর কার্যক্রম অর্থাৎ **Oral Drug Substitution (ODS)** কার্যক্রম শুরুর প্রাক্কালে গত ১৪ আগস্ট ২০০৭ তারিখ **National Steering Committee** 'র সভায় **ODS** কার্যক্রম বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে **ODS** কার্যক্রম বিষয়ে প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, **ICDDR,B** এবং **NASP** সমন্বয়ে **ODS** বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখের সভায় স্বল্পতম সময়ে প্রতিবেশী দেশে **ODS** কার্যক্রম বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শনের প্রয়োজনীতা অনুভব করে। তদানুয়ায়ী কমিটির সদস্য প্রতিষ্ঠান **ICDDR,B Mentor Agency** হিসেবে **H-13** প্রকল্পের নয়াদিল্লী অফিসকে বিষয়টি অবহিত করলে ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সাতজন সদস্যকে **Study tour** এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করে। এ প্রেক্ষিতে গত ২০-২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লী ও কলকাতায় **Study Tour** পরিচালিত হয়। উক্ত **Study Tour** এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব এম এ সোবহান, পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) জনাব শাহীনুল ইসলাম ছাড়াও **NASP** এর দু'জন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন এবং **ICDDR,B** এর একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।